রাখিসূত্র

আলোক সরকার

যে গৃহে বসবাস নেই
সেই গৃহ
আজও প্রসাধন চায়।
বিহ্বল বসন্তদোল চায়,
ঘুমঘোর স্নেহচ্ছায়া চায়

দেখলেই বোঝা হবে সে আছে।
এই, এই মুহূর্তেই আছে।

একটুও হেলাফেলা হয়নি।
ওই, ওই তো পুষ্পতোরণ
গন্ধবারি।

আমার জন্যেই তার সাজ
সাজ মুছে ফেলে আবার সাজ

তার মঙ্গলবার্তা
সরু সোনালী আঙুলের
রাখিসূত্র।

হৃদয় - নদী

রঞ্জনা মিত্র

নদীর কাছে যেতে গিয়ে
জলে পড়লো পা
নদী বলে ব্যস্ত আমি
এখন সরে যা।

ভরা বর্ষা, সময় কোথায়
বানের তোড়ে ভাসি
এক লহমা চোখের দেখা
এখন তবে আসি।

সময় হলে আবার এসো
শীতের রাঙা ভোরে-
শীর্ণতোয়া নুড়ির কোলে
আলস্যে যায় সরে।

একটু বেলায় মিঠে রোদে
লক্ষ হীরের দ্যুতি
স্ফটিক ধারায় নুপুর বাজে -
নদী কাটায় ছুটী।

এসো তখন সাঁঝ বিহানে
গল্পগুজব হবে
নদীর সাথে কথা বলে
হৃদয় নদী হবে।

তোমাকে পরাস্ত করে

উত্তর বসু

আমাকে একলা ফেলে চলে যাবে সাধ্য কি তোমার
আমার নিজস্ব তাঁবু নেই, আছি দল-গোষ্ঠীহীন
মেঘের জানালা থেকে তুড়ি লাফ দিয়ে আসা রোদ
একা লাফালাফি করি, পুলিশের তাড়ায় পালাই
পাছে উন্মাদ বলে ধরে রাখে থানার লকাপে।
এখন এমনই কাল, প্রশাসনে ক্ষমাহীনতার
রুষ্টছায়া মোড়া থাকে। আমি যে নিজেই পরাধীন,
অনুক্ষণ তোমার পিছনে পতনের ওতপ্রোত বোধে
অপ্রতিহত থেকে অহোরাত্র তোমাকে জ্বালাই।
তোমার সাথেই যুদ্ধ, পরাজিত তোমার প্রতাপে।
এবারে পারিনি ঠিকই, পরের অলিমপিকে ঠিক
তোমাকে পরাস্ত করে সোনা নেবো, দেবোনা দাঁড়াতে
নিয়তি যেভাবে খুশি অবস্থান স্থির করে দিক
লক্ষ মশাল জ্বলবে পূর্ব কোলকাতার পাড়াতে।
আমাকে একলা ফেলে চলে যাবে সাধ্য কি তোমার
আমি শেষ রাখবো না ছায়াকাব্য ব্যর্থ উপমার।